অধ্যায় ৬ : বাংলা সাহিত্য অনুবাদ— সোফোক্লেস-এর আন্তিগোনে শিশির কুমার দাশের অনুবাদ—১

বিন্যাসক্রম

৬.১ জ্ঞাতব্য বিষয়
৬.২ পরিচিতি
৬.৩ নাট্যকার সোফোক্লেসের সংক্ষিপ্ত পরিচয়
৬.৪ গ্রীক ট্র্যাজেডিতে আন্তিগোনের স্থান
৬.৫ আন্তিগোনে নাটকের নাট্য-বিষয়
৬.৬ সোফোক্লেসের কোরাস ব্যবহারের অভিনবত্বে 'আন্তিগোনে'
৬.৭ অধ্যায় সংক্ষেপ
৬.৮ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম
৬.৯ অতিরিক্ত পঠন
৬.১০ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত
৬.১১ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৬.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায় পাঠ করে শিক্ষার্থী—

- নাট্যকার সোফোক্লেস সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- সোফোক্লেসের আন্তিগোনে নাটকের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে অবহিত হবেন।
- 'আন্তিগোনে' নাটকের বিষয়বস্তু বিশদে জানবেন।
- গ্রীক নাটকে কোরাসের ভূমিকা ও আন্তিগোনে নাটকে তার ব্যবহার সম্পর্কে জানতে পারবেন।

৬.২ পরিচিতি

প্রাচীন গ্রীক নাটকগুলি সাধারণত ট্র্যাজেডি এবং কমেডিতে বিভক্ত। আন্তিগোনের মতো ট্র্যাজেডিগুলি এমন একটি চরিত্রকে নিয়ে হত যে একটি বড় ভুল করে এবং দেবতাদের কাছ তার জন্য শাস্তি পান। ক্রেওন তার প্রিয়জনদের মৃত্যুর দ্বারা শাস্তি পান, কিন্তু নাটকটিতে অন্তর্নিহিত সত্যটি হল যে যদি সে ধর্মীয় ঐতিহ্যের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা না করত, তাহলে তার পরিবারের কেউ মারা যেত না।

'আন্তিগনের'-এর মূল প্রেক্ষাপট হল গৃহযুদ্ধের শেষের দিকের গ্রীক শহর থিবস। যদিও সোফোক্লিস স্পষ্টভাবে তা বলেননি, তবে খুব সম্ভবত তিনি এথেন্স এবং স্পার্টার মধ্যে সংঘটিত পেলোপনেশীয়

যুদ্ধের কারণে আন্তিগোনে লেখার জন্য অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। থেবসের মতো স্পার্টারও একজন রাজা ছিলেন, যখন এথেন্স ছিল একটি গণতান্ত্রিক দেশ।

৬.৩ নাট্যকার সোফোক্লেসের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

সোফোক্লেস একাধারে ধ্রুপদী গ্রিক সাহিত্যের প্রবাদপুরুষ একইসঙ্গে নাটককার এবং দার্শনিক। জন্মেছিলেন আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে এথেন্স নগরীর কাছে কলোনাস গ্রামে। প্রথম দিকে তিনি মনোযোগী ছিলেন কবিতা, প্রবন্ধ এবং ধর্মসঙ্গীত রচনায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি সফল একজন নাট্যকার হিসেবেই বিশ্বময় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। সফোক্লেস খুব অল্প বয়সেই জিমন্যাস্টিক্স, মঞ্চাভিনয় এবং নৃত্যকলা রপ্ত করেছিলেন। এরপর তরুণ সফোক্লেস এথেন্সের সেরা সঙ্গীতজ্ঞ ল্যামপ্রুসের কাছে সঙ্গীতে বিশেষ তালিম নেন এবং ওই সময় দেশের বড় বড় অনুষ্ঠানে জিমন্যাস্টিক্স ও গানের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে নিজের প্রতিভা ও কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। সৌন্দর্য আর অদম্য প্রতিভার গুণে সব ধরনের মানুষের কাছে তিনি অত্যন্ত আদরণীয় হয়ে উঠেছিলেন। দীর্ঘ ৯০ বছরের জীবনে তিনি প্রায় ১২০টির উপরে নাটক রচনা করেন। তবে আড়াই হাজার বছরের কালের ঝাপটায় তার অধিকাংশ রচনাই হারিয়ে গিয়েছে মহাকালের গহ্বরে। তার মধ্যে টিকে আছে মাত্র ৭টি নাটক। এদের মধ্যে অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় 'ইদিপাস', 'কলোনাসে ইদিপাস' ও 'আন্তিগোনে'। এই তিনটি নাটকের কারণে আজও সফোক্লিসের নাম খুব সম্মানের সঙ্গেই উচ্চারিত হয়।

সফোক্লিসের নাটকগুলিতে প্রাচীন গ্রিসের রাষ্ট্র ও সমাজচিন্তা, নাট্যচিন্তা, ইতিহাস-ঐতিহ্য ও লোকপুরাণের প্রতিফলন দেখা যায়। তিনি গ্রিসের নিয়তিবাদী মানুষের ধর্মবিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনাকে তাঁর নাটকের শরীরে আরও তীব্রভাবে লেপ্টে দিয়েছেন। তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি নাটকেই নিয়তির লিখন খণ্ডাতে না পারার দুর্বিষহ যন্ত্রণার প্রতিচ্ছবি ভেসে উঠতে দেখা যায়। ফলে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর ব্যক্তিটিও মানুষ এবং দেবতাদের অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে পারেনি। সফোক্লেস তার নাটকের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিশেষত অন্তিমপর্বে সুকৌশলে পৃথিবীর মানুষের কাছে অসংখ্য প্রশ্ন ছুড়ে দেন, যার কিছু উত্তর খুঁজে পাওয়া আপাতদৃষ্টিতে সহজ মনে হলেও বেশিরভাগ প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। নাটকের প্রধানতম চরিত্রগুলিকে তিনি বারবার নির্মম বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়াতে বাধ্য করেন। তাঁর সময়ের প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের প্রতি সফোক্লিসের দুর্বলতা ছিল চোখে পড়ার মতো। কেননা, গ্রিসের রোগ-আরোগ্যের দেবতা এসক্লেপিয়াসের নামে যে সময় উপাসনা প্রচলন ছিল, সফোক্লেস সেই সময় দেবতা এসক্লেপিয়াসের মন্দির নির্মাণের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠেন এবং মন্দিরের কাজ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত উপাসনার কারণে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। দ্বিধাহীনভাবে রাজনৈতিক ময়দানেও তিনি সরাসরি অংশগ্রহণ করেন।

গ্রিস যেবার সালামিসের নৌযুদ্ধে পার্শিয়ানদের পরাজিত করল, এথেন্স সেবারের বিজয় গৌরবকে স্মরণীয় করে রাখতে দেশের প্রতিশ্রুতিশীল কিশোরদের নিয়ে একটি কোরাস সঙ্গীত রচনা করে।

সফোক্লেস পনেরো বছর বয়েসে সেই কোরাস দলের প্রধান নিবার্চিত হয়েছিলেন। নাটক চর্চার সূচনাকালে সফোক্লেস নাটকবিষয়ক প্রাথমিক জ্ঞানলাভ করেন গ্রিসের সেকালের সবচেয়ে খ্যাতনামা নাট্যবোদ্ধা ও প্রথম ট্র্যাডেজি নাটকের রচয়িতা ইস্কিলাসের কাছে। ইস্কিলাসের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সাহস এবং যোগ্যতা সেই সময়ে কারও ছিল না কিন্তু সফোক্লেস ইস্কিলাসের একাধিপত্যের সুকঠিন নাট্যব্যূহ ভেঙে দিয়েছিলেন দেশের গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান ডায়োনিসাসের উৎসবে আয়োজিত নাট্য প্রতিযোগিতায়। গুরুতুল্য অগ্রজ নাট্যকার ইস্কিলাসকে পরাজিত করে তিনি আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। ইস্কিলাসের মতো প্রবীণ ও বোদ্ধা নাট্যকারকে পরাজিত করার মতো অসাধ্যকে সাধন করে সফোক্লেস একদিকে যেমন অসীম বিস্ময় সৃষ্টি করেছিলেন, সেই সঙ্গে অজস্র তর্কবির্তকেরও জন্ম দিয়েছিলেন। সফোক্লেস অবশ্য ডায়োনিসাসের সেই উৎসবের নাট্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে আরও ২৩ বার পুরস্কার পেয়েছিলেন।

খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে গ্রিক নাট্য মঞ্চের সোনালি যুগে খ্যাতির শীর্ষে থাকা সফোক্লেসকে পরাজিত করতে এথেন্সের বিরল প্রতিভাধর আরেক নাট্যজন ইউরিপিদি বহুবার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েও ব্যর্থ হয়েছিলেন। সফোক্লিসের জীবৎকালে ইউরিপিদিস কখনোই সফোক্লিসের মতো জননন্দিত হয়ে উঠতে পারেননি। কারণ, সফোক্লেস ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী, নিরহঙ্কারী ও কর্তব্যপরায়ণ। তাঁর প্রবল মেধা এবং নীতিবোধের জন্য তিনি কৈশোরকাল থেকেই সকলের কাছে অত্যন্ত গ্রহণীয় ছিলেন। সাহিত্য সাধনার পাশাপাশি রাষ্ট্রের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পদেও তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন। সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেলের পদমর্যাদা থেকে শুরু করে ডেলিয়ান কনফেডারেশনের কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছিলেন। বংশানুক্রমিকভাবেই ধনাঢ্য ঘরের সন্তান হলেও তাঁর চাহিদা ও রুচিবোধ ছিল সাধারণ মানুষের মতো। ঐতিহাসিকেরা বলেন, নাট্যকার সফোক্লেস যতকাল লেখালেখি ও রাষ্ট্রিক পদমর্যাদায় অভিষিক্ত ছিলেন এথেন্স নগরী শ্রেষ্ঠ আসনে বিরাজ করেছে। রাষ্ট্রের আর্থসামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি বাণিজ্যিক এবং রাজনৈতিক দিক থেকেও ঘটেছিল আমূল পরিবর্তন। কিন্তু সফোক্লিসের মৃত্যুর পর সেই ঐতিহ্য ম্লান হতে শুরু করে।

সফোক্লিসের মৃত্যুর সময় স্পার্টা সৈন্যদল এথেন্স নগরী আক্রমণ করেছিল। চারদিকের যুদ্ধের দামামায় জনজীবনে নেমে এসেছিল এক ভয়ের মুহূর্ত। এরকম এক পরিস্থিতিতে সফোক্লেস জীবন থেকে বিদায় নেন। তাঁর মৃত্যুর খবর পৌঁছায় স্পার্টা সেনাপ্রধানের কাছে- এথেন্সের কৃতী সন্তান, বিশ্বনন্দিত নাট্যজন সফোক্লেস মারা গিয়েছেন এবং তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনপর্বের প্রস্তুতি চলছে। এই খবর পাওয়ামাত্র স্পার্টা সেনাপ্রধান যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করলেন। এরকম সিদ্ধান্ত যুদ্ধেক্ষেত্রে বিরল তো বটেই তাছাড়া ঝুঁকিপূর্ণও বটে। এরপর সদ্যপ্রয়াত কিংবদন্তির বিদেহী আত্মার সম্মানার্থে সাময়িককালের জন্য যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হয়। শত্রুরাষ্ট্রের সদ্যপ্রয়াত কোনো কীর্তিমান পুরুষের প্রতি এমন উদার শ্রদ্ধা ইতিহাসে কেবল বিরল নয়, এমন ইতিহাস তাবৎ পৃথিবীতে আর একটাও খুঁজে পাওয়া যায় না।

☑ অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

১। নাট্যকার সোফোক্লেসের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরুন। (১০০ শব্দের মধ্যে)

৬.৪ গ্রীক ট্র্যাজেডিতে আন্তিগোনের স্থান

সোফোক্লিস প্রাচীন গ্রিসের অন্যতম মহান নাট্যকার। তিনি তাঁর দীর্ঘ জীবনে ১২৩টি নাটক রচনা করেছিলেন। সর্বাধিক পরিচিত নাটকগুলি ইদিপাস শ্রেণির নাটক নামে পরিচিত, কারণ এগুলি ইডিপাসের পৌরাণিক কাহিনি নিয়ে আলোচিত। সোফোক্লেসের দ্বিতীয় নাটক হলো ইদিপাস নাটক, ইদিপাস রেক্স-এ, ইদিপাস অজান্তেই তার বাবাকে হত্যা করেন এবং তাঁর মাকে বিয়ে করেন। যখন তিনি বুঝতে পারেন যে তিনি কী করেছে, তখন তিনি আতঙ্কে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। প্রাচীন গ্রীকদের কাছে, এটা গুরুত্বপূর্ণ নয় যে ইদিপাস জানত না যে সে যা করছে তা ভুল; তাই, ভুলের খেসারত হিসাবে তিনি তাঁর চোখ উপড়ে ফেলেন এবং রাজ্য থেকে নির্বাসিত হয়ে যান। যাইহোক, তৃতীয় ইদিপাস নাটক, ইদিপাস অ্যাট কোলোনাসে, ইদিপাস একজন জ্ঞানী বৃদ্ধ যিনি তার করুণ পরিণতি থেকে অনেক কিছু শিখেছেন। আন্তিগোনে হলো ইদিপাস শ্রেণির প্রথম নাটক। মজার বিষয় হল, এটি কোলোনাসে ইদিপাস রেক্স এবং ইদিপাসের উভয় ঘটনার পরে ঘটে । এটি নায়িকা আন্তিগোনের উপর এই নাটক নির্মিত, যিনি তার উভয় ভাইকে যথাযথভাবে সমাধিস্থ করতে চান। তার ভাইয়েরা গ্রিসের এক গুরুত্বপূর্ণ শহর থিবসের গৃহযুদ্ধের সময় উভয়ের বিপরীত দিকে লড়াই করেছিলেন এবং মৃত্যু বরণ করেছিলেন। এক ভাই, এতোয়ক্লেস, থিবসের পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন; কিন্তু অন্য ভাই, পলুনেইকেস্ থিবসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। এরপর ইদিপাসের শ্যালক এবং নতুন থিবসের শাসক ক্রেওন এতিয়ক্লেসকে জনসমক্ষে সম্মান জানানোর এবং থেবসের বিশ্বাসঘাতক পলুনেইকেস্‌কে জনসমক্ষে লজ্জা দেওয়ার নির্দেশ দেন।

আন্তিগোনে জাতীয় উচ্ছ্বাসের প্রতীক হিসাবে এক সময়ে রচিত হয়েছিল। ৪৪১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে, নাটকটি পরিবেশনের পরপরই, সামোসের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য দশজন জেনারেলের একজন হিসেবে সোফোক্লেসকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। সেই সময়ের সমস্যাগুলির সাথে বিভ্রান্ত হওয়ার পরিবর্তে, আন্তিগোনে নাটকের চরিত্র এবং বিষয়বস্তুর উপর মনোনিবেশ করেন। তবে, এটি ক্রেওনের ব্যক্তিত্বে নিরঙ্কুশ শাসক বা অত্যাচারীর দিকগুলি প্রকাশ করে, একজন রাজা যার কাছে খুব কম লোকই স্বাধীনভাবে এবং খোলাখুলিভাবে তাদের সত্য মতামত প্রকাশ করবে এবং তাই আন্তিগোনের নিন্দা করার গুরুতর ভুল করে, এমন একটি কাজ যার জন্য তিনি নাটকের শেষ লাইনে করুণভাবে অনুতপ্ত। তাদের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের উপর গর্বিত এথেনিয়ানরা, থিবসের জনগণ বিশ্বাস করে যে তিনি ভুল, কিন্তু তাকে ভুল বলার মতো কোনও কণ্ঠস্বর নেই, এমন অনেক সংলাপের লাইনে তার ভুল চিহ্নিত করত।

✍ অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

২। গ্রীক ট্র্যাজেডিতে আন্তিগোনের স্থান নির্ণয় করুন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)

৬.৫ আন্তিগোনে নাটকের নাট্য-বিষয়

আন্তিগোনে নাটকেৰ গল্পেৰ শুৰুতে আন্তিগোনে তাৰ বোন ইসমেনকে তাদেৰ ভাইকে কবৰ দেওয়াৰ পৰিকল্পনাৰ কথা জানান যদিও ক্রেওনেৰ আদেশ ছিল যে তাকে কবৰ দেওয়া হবে না। তাদেৰ দুই ভাই, পলুনেইকেস্ এবং এতিয়ক্লেস যুদ্ধে মাৰা যান, কিন্তু ক্রেওন একটি আদেশ জাৰি কৰেছিলেন যে কেবল এতিয়ক্লেসকেই যথাযথভাবে সমাহিত কৰা হবে এবং পলুনেইকেসকে থিবসেৰ প্রতি বিশ্বাসঘাতক হিসেবে কবৰ না দিয়েই ৰাখা হবে। ইসমেন সাহায্য কৰতে অস্বীকৃতি জানান, ধৰা পড়লে তাদেৰ শাস্তিৰ কথা উল্লেখ কৰে। যাইহোক, আন্তিগোনে তাৰ কর্তব্য পালনেৰ প্রতি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তিনি তাৰ ভাইকে কবৰ দেওয়াকে দেবতাদেৰ প্রতি তাৰ পবিত্র কর্তব্য বলে মনে কৰেন এবং তাৰ কর্মেৰ প্রতিফল সহ্য কৰতে ইচ্ছুক বলে জানায়।

এৰপৰ ক্রেওন মঞ্চে প্রবেশ কৰেন, প্রবীণদেৰ উদ্দেশে এবং জোৰ দিয়ে যে অপৰাধীৰ পৰিচয় নির্বিশেষে তাৰ আদেশ অবশ্যই মেনে চলতে হবে। তিনি দাবি কৰেন যে ৰাষ্ট্রেৰ স্থিতিশীলতা বজায় ৰাখাৰ জন্য তাৰ আইনেৰ প্রতি আনুগত্য অপৰিহার্য এবং তাৰ আদেশ লঙ্ঘনকাৰী যে কেউ কঠোৰ শাস্তিৰ মুখোমুখি হবে। কিছুক্ষণ পৰে, একজন প্রহৰী এসে ক্রেওনকে জানান যে কেউ পলুনেইকেস্-কে কবৰ দিয়েছে এবং আন্তিগোনেকে অপৰাধী হিসেবে চিহ্নিত কৰে। আন্তিগোনে তাৰ কর্ম সম্পর্কে আবেগপূর্ণ বক্তৃতায় তাৰ কর্মকাণ্ডকে ন্যায্য বলে অপৰাধ স্বীকাৰ কৰে। ক্রেওন ক্ষুব্ধ হন এবং আন্তিগোনেকে তাৰ কর্তৃত্ব অমান্য কৰাৰ এবং তাৰ ৰাজ্যেৰ সাথে বিশ্বাসঘাতকতাৰ অভিযোগ কৰেন।

আন্তিগোনে এই নাটকে একজন শক্তিশালী মহিলা নায়কেৰ চিত্রায়নেৰ জন্য বাৰংবাৰ প্রশংসিত হয়েছে। যে পিতৃতান্ত্রিক কর্তৃত্বকে অমান্য কৰাৰ সাহস ৰাখে। স্বায়ত্তশাসন এবং আত্মনিয়ন্ত্রণেৰ বিষয়বস্তু এই নাটকটিকে নাৰীবাদী বিশ্লেষণে একটি মূল পাঠ্য কৰে তুলেছে, কাৰণ আন্তিগোনেকে নাৰী ক্ষমতায়ন এবং নিপীড়নমূলক ব্যবস্থাৰ বিৰুদ্ধে প্রতিৰোধেৰ প্রতীক হিসেবে দেখা যেতে পাৰে।

আন্তিগোনে এবং ক্রেওনেৰ মধ্যে দ্বন্দ্বেৰ মূলে ৰয়েছে মূল্যবোধেৰ একটি মৌলিক সংঘাত। আন্তিগোনে নিজেকে ক্রেওন ডিক্রিৰ চেয়েও উচ্ছতৰ আইন অনুসৰণকাৰী হিসেবে দেখে। অর্থাৎ সে মনে কৰে মৃতদেৰ যথাযথ সমাধি দান একটি ঐশ্বৰিক আইন। তাই এই নাটকেৰ মূল বিষয় ঐশ্বৰিক আইন বনাম প্রাকৃতিক আইনেৰ মূল বিৰোধই চৰিত্রগুলিৰ মধ্যে দ্বন্দ্বেৰ একটি কেন্দ্রীয় দিক।

আন্তিগোনেৰ তাৰ ভাই পলুনেইকেসকে কবৰ দেওয়াৰ কাজ ঐশ্বৰিক আইন এবং পাৰিবাৰিক কর্তব্যেৰ প্রতি অঙ্গীকাৰেৰ প্রতিনিধিত্ব কৰে, সে এটি কৰতে পাৰে তাৰ নিজেৰ জীবনেৰ বিনিময়েও। সে বিশ্বাস কৰে যে দেবতাৰা সমস্ত মৃতদেহকে কবৰ দিতে নির্দেশ কৰেন। তাই তাৰ ভাই এবং তাৰ পৰিবাৰেৰ প্রতি তাৰ বাধ্যবাধকতা যেকোনো মানবিক আইনকে ছাড়িয়ে যায়। বিপৰীতে, পলুনেইকেসেৰ কবৰ নিষিদ্ধ কৰাৰ বিষয়ে ক্রেওনেৰ আদেশ ৰাষ্ট্রেৰ কর্তৃত্ব এবং আইন প্রয়োগ এবং সামাজিক শৃঙ্খলা

বজায় ৰাখাৰ প্রয়োজনীয়তাৰ প্রতিনিধিত্ব কৰে। উভয় চৰিত্রই তাদেৰ একগুঁয়েমিতে অবিচল এবং দমে যেতে অস্বীকৃতি জানায় উভয়ই, যা শেষ পর্যন্ত তাদেৰ কৰুণ পতনেৰ দিকে নিয়ে যায়।

ক্রেওন আন্তিগোনেকে কাৰাদণ্ড এবং মৃত্যুদণ্ডেৰ আদেশ দেন, প্রাচীনদেৰ সতর্ক কৰে দেন যে তাৰা যেন হস্তক্ষেপ না কৰেন, অন্যথায় তাদেৰও শাস্তি দেওয়া হবে। দৃশ্যটি শেষ হয় অবাধ্য এবং অনুতপ্ত অবস্থায় আন্তিগোনেকে তাৰ কক্ষে নিয়ে যাওয়াৰ মধ্য দিয়ে। সে ঘোষণা কৰে যে তাৰ ভাইয়েৰ প্রতি কর্তব্য ত্যাগ কৰাৰ চেয়ে সে মৰে যাবে, এবং সে সতর্ক কৰে দেয় যে ক্রেওনকে তাৰ অহংকাৰেৰ পৰিণতি ভোগ কৰতে হবে। আন্তিগোনেৰ কর্মকাণ্ড ৰক্ষীৰ স্বার্থেৰ প্রতি অবজ্ঞা সঞ্চাৰ কৰে। আন্তিগোনে চিত্রপটেৰ আড়াল হবাৰ সাথে সাথে তাৰ বোন ইসমেন প্রবেশ কৰে এবং ঘোষণা কৰে যে সেও তাৰ বোনেৰ শাস্তিৰ অংশীদাৰ হতে ইচ্ছুক। যাইহোক, আন্তিগোনে জোৰ দিয়ে বলে যে ইসমেনেৰ তাৰ কৃতকর্মে কোনও ভূমিকা ছিল না এবং তাকে বেঁচে থাকতে দেওয়া উচিত।

ক্রেওনেৰ ছেলে এবং আন্তিগোনেৰ বাগদত্তা হেমন দৃশ্যে প্রবেশ কৰে এবং তাৰ বাবাৰ কাছে আন্তিগোনেৰ কঠোৰ শাস্তি পুনর্বিবেচনা কৰাৰ জন্য অনুৰোধ কৰে। হেমন যুক্তি দেন যে তাৰ ৰাজ্যেৰ মানুষ আন্তিগোনেৰ প্রতি সহানুভূতিশীল এবং তাকে মৃত্যুদণ্ড দিলে আৰও অশান্তি হবে। তবে, ক্রেওন হেমনেৰ আবেদনে বিচলিত হয় না, পৰিবর্তে তাকে দুর্বল এবং ৰাষ্ট্রেৰ প্রতি আনুগত্যেৰ অভাবেৰ অভিযোগ কৰে। এৰপৰ হেমন তাৰ বাবাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ কৰে এবং ঘোষণা কৰে যে আন্তিগোনে ছাড়া বেঁচে থাকাৰ চেয়ে সে মৰে যাবে।

অন্ধ ভবিষ্যত-বক্তা টায়াৰেসিয়াস ক্রেওনকে সতর্ক কৰে দিয়ে আসেন যে পলুনেইকেসকে কবৰ দিতে তাৰ অস্বীকৃতি এবং আন্তিগোনেৰ সাথে তাৰ আচৰণ দেবতাদেৰ ক্রোধিত কৰবে এবং তাৰ ও তাৰ পৰিবাৰেৰ উপৰ বিপর্যয় ডেকে আনবে। নাটকেৰ একজন গুৰুত্বপূর্ণ চৰিত্র হলেন টায়াৰেসিয়াসযিনি ঐশ্বৰিক আইনেৰ সৰাসৰি কণ্ঠস্বৰ উপস্থাপন কৰেন যা প্রায়শই মানব আইন এবং মূল্যবোধেৰ সাথে দ্বন্দ্বপূর্ণ। ক্রেওনেৰ প্রতি তাৰ সতর্কবাণী ইঙ্গিত দেয় যে কেবল মানুষেৰ কর্তৃত্বেৰ চেয়ে উচ্ছতৰ শক্তি অদৃশ্যে কাজ কৰছে; দেবতাৰা অন্যায় এবং অহংকাৰ সহয় কৰবেন না। তিনি ক্রেওনকে বলেন যে তিনি দেবতাদেৰ কাছ থেকে লক্ষণ পেয়েছেনযাৰ মধ্যে ৰয়েছে তাৰ বলিদান প্রত্যাখ্যাত এবং কলুষিত হওয়াৰ অশুভ লক্ষ কৰা যায়।

ক্রেওন ৰাগান্বিতভাবে টাইৰেসিয়াসকে মিথ্যাবাদী এবং ক্ষমতালোভী হিসেবে আখ্যা দিয়ে তাড়িয়ে দেন। তবেদেবতাদেৰ অসন্তুষ্টিৰ আৰও লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ায় তিনি ক্রমশ ভীত হয়ে পড়নে। অবশেষে তিনি নতি স্বীকাৰ কৰেন এবং আন্তিগোনেকে মুক্তি দেওয়াৰ নির্দেশ দেনকিন্তু ততক্ষণে অনেক দেৰি হয়ে গেছে। আন্তিগোনে ইতিমধ্যেই তাৰ কক্ষে ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা কৰেছেন, এবং হেমন, তাৰ মৃতদেহ আবিষ্কাৰ কৰাৰ পৰহতাশায় আত্মহত্যা কৰেছেন। ক্রিয়নেৰ স্ত্রী ইউৰিডাইস, তাৰ ছেলে হাৰানোৰ যন্ত্রণা সহ্য কৰতে না পেৰে আত্মহত্যা কৰেন।

সফোক্লিসের এই নাটকের শেষ দৃশ্যে ক্রেওনকে তার শোক এবং অনুশোচনায় একা দেখা যায় যেখানে কোরাস ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক ঘটনাগুলির জন্য বিলাপ করে। ক্রেওনের পতনকে দেবতাদের নৈতিক আইনের উপর রাষ্ট্রের আইন সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে তার গর্ব এবং একগুঁয়েমির ফলস্বরূপ দেখা যায়। ক্রেওনের অন্যদের মতামত শুনতে অস্বীকৃতি এবং নিজের ইচ্ছা জোরদার করার উপর তার জেদের ফলে তার নিজের পরিবারের সদস্যদের মৃত্যু এবং তার শাসনের পতন ঘটে। তার করুণ পরিণতি অহংকারের বিপদ এবং অন্যদের পরামর্শ মেনে চলার গুরুত্বের বিরুদ্ধে একটি সতর্কতা হিসেবে কাজ করে।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

৩। আন্তিগোনে নাটকের নাট্য-বিষয় সংক্ষেপে লিখুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

৬.৬ সোফোক্লেসের কোরাস ব্যবহারের অভিনবত্বে 'আন্তিগোনে'

প্রাচীন গ্রীক নাটকে কোরাস নামে একদল অভিনেতা অন্তর্ভুক্ত থাকতেন। সোফোক্লেসের মতো নাট্যকারেরা তাঁদের নাটকে ১২ থেকে ৫০ জন বাদকের একটি দলকে নাটকে জায়গা করে দিতেন যারা একসাথে নাটকের বিভিন্ন নির্বাচিত উক্তি গাইতেন বা বলতেন। এর কাজ মূলত নাটকের থিম, চরিত্র এবং ঘটনার সারসংক্ষেপ করা। যার মধ্য দিয়ে তারা নাটকের মূল ঘটনা বুঝতে সাহায্য করে। প্রায় একই রকমের পোষাক ও মুখোশ পরে এরা গান বা আবৃত্তির মধ্য দিয়ে নাটকের মূল থিম ব্যক্ত কর। অ্যারিস্ততল বলেছিলেন যে নাটকের গঠনে কোরাসের গ্রন্থন করা উচিত সোফোক্লেসের পদ্ধতিতে, ইউরিপদিসের মতো করে নয়। ইউরিপিদেস সম্বন্ধে অ্যারিস্টটলের সমালোচনা কতটা গ্রাহ্য তা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। কিন্তু এই নাটকে দেখা যাবে সোফোক্লেস কোরাসের গ্রন্থন করেছেন অত্যন্ত পরিকল্পনার সঙ্গে। 'পারোদোম' (কোরাসের প্রবেশ সংগীত) এবং 'স্তাদিমোন' (স্থির সংগীত অর্থাৎ রঙ্গমঞ্চে প্রবেশের পর কোরাসের জন্য যে নির্দিষ্ট জায়গা থাকে সেইখানে দাঁড়িয়ে যে গানগুলি গাওয়া হয়) গাওয়া হত, অনেক সময়েই শূন্য রঙ্গমঞ্চে, যেখানে কোরাস ছাড়া অন্য অভিনেতারা নেই; তাদের কাছে দর্শক-শ্রোতার প্রত্যাশা নাটকের ঘটে যাওয়া অংশ ও ভবিষ্যৎ ক্রিয়ার মধ্যে একটি যোগ স্থাপন। অনেক সময়েই প্রত্যাশা কাহিনির বা চরিত্রের আচরণের ব্যাখ্যা বা অন্য কোনো ইঙ্গিত দেওয়া। অনেক সময়েই কোরাসগুলি যেন সমবেত মানুষের বা সমগ্র সমাজের পুঞ্জীভূত অভিজ্ঞতা। আন্তিগোনে নাটকের কোরাসের বৃদ্ধদের দেখে আমাদের মনে হয় না তাঁরা যেন এই সামাজিক অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের ভাণ্ডারের ধারক। বরং তাঁরা যেন সাধারণের মতো দ্বিধাগ্রস্ত, সাধারণের মতো অনিশ্চিত, সাধারণেরই মতো ভ্রান্তিপরায়ণ। এই বৃদ্ধরা সকলেই নিরীহ, এবং শাসনযন্ত্রের অনুগত। এই আনুগত্যের মূল কারণ যে রাষ্ট্রের গুরুত্বের প্রতি বিশ্বাস তা নয়, বরং কিছুটা ভয় এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তার বোধ। তার ফলে এই নাটকের অন্তর্গত ধর্মীয় বিশ্বাসের বৈপরীত্যের পাশাপাশি একটা রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছে: স্বৈচ্ছাচারীর শক্তি ও ব্যক্তির বিবেক; রাষ্ট্রের নিয়ম ও নাগরিকের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের বৈপরীত্য।

কোরাসের প্রবেশ সংগীতের প্রথমেই ধ্বনিত হয়েছে নিরাপত্তার বোধ, বিপদ কেটে যাবার পরের স্বস্তির বোধ। গতরাত্রির দুর্যোগের স্মৃতির পটভূমিকাতেই আজ ভোরের সূর্যোদয়কে এত অপূর্ব, এত উজ্জ্বল মনে হয়েছে। আন্তিগোনে ও ইসমেনের কথা থেকে আমরা জেনেছি যে আজ দিন শুরু হল তা আন্তিগোনের জীবনে বিপর্যয়ের দিন। কোরাসের বৃদ্ধরা যে দিনকে অভ্যর্থনা করেছেন সে দিনটিকে তাঁরা ভেবেছেন বিপর্যয় মুক্তির দিন। তাঁরা জেনেছেন যুদ্ধ শেষ, রাজা বিজয়ী, শত্রুরা পরাজিত। তাই তাঁরা আহবান করেছেন দেবতা দিওনুসাসকে, বিজয়সংগীতে উন্মত্ত হয়ে উঠেছেন।

এই সংগীতের পর ক্রেওন প্রবেশ করেছেন, তাঁর নির্দেশ শুনিয়ে দিয়েছেন বৃদ্ধদের। তারপর প্রহরী এসে জানিয়েছে কে যেন রাজাদেশ লঙ্ঘন করে মৃতদেহের সৎকার করে গেছে। এতক্ষণ যে বৃদ্ধরা রাজার নির্দেশ ভয়ে ভয়ে মেনে নিয়েছিলেন, তাঁরাই যেন এমন রাজাদেশের যৌক্তিকতায় সন্দিগ্ধ। তাই বলে ফেলেন, 'এ কাজটা দেবতারা করেননি তো।' মূল ক্রিয়াটি হল 'খেলাতোন' (দৈব প্রেরিত অর্থাৎ দেবতাদের করা)-এর মানে এই নয় যে দেবতারা স্বয়ং করেছেন, এর অর্থ হতে পারে দেবতাদের শক্তিতে করা হয়েছে। এর ইঙ্গিত প্রহরীর কথাতেও ছিল : কোথাও কোনো চিহ্ন পাইনি; যে এই কাজটা করে গেছে কোনো চিহ্ন রেখে যায়নি। যতক্ষণ না আন্তিগোনেকে প্রহরীরা ধরে আনল ততক্ষণ পর্যন্ত এই দৈবী সংকেত নাটকের আবহাওয়ায় একটা থমথমে ভাব স্পর্শ করেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু আইন ভঙ্গকারীর পরিচয় উদঘাটিত হবার আগে কোরাসের দল একটি গান গেয়েছে- প্রথম স্তাদিমোন-তার বিষয় হল মানুষের মহিমা। উদাহরণের পর উদাহরণ দিয়েছেন কী ভাবে মানুষ বশ করেছে প্রকৃতিকে, জয় করেছে পশু, পাখি; গড়েছে ভাষা, সমাজ, সভ্যতা। আর শেষে বলেছেন মানুষ কখনো চালিত হয় মহত্ত্বের পথে, কখনো অন্যায়ের পথে। শুভ-অশুভের বোধে কখনো কখনো ঘটে তার চিন্তার বিপর্যয়। যে ন্যায়ের পথ, শুভের পথভ্রষ্ট তাকে বৃদ্ধেরা বলেছেন 'আপোলিস' (নগরহীন)। অনুবাদে আমি বলেছি 'অধর্মাচারী'-কিন্তু সে অধর্মাচারী বলেই নগরহীন। মানুষের সৃষ্টির জগৎ থেকে বঞ্চিত। ক্রেওনের নির্দেশে পলুনেইকেস্ আজ নগরহীন। কোরাসের মতে যে অধর্মপথের যাত্রী সেই যথার্থ 'নগরহীন', নিরাশ্রয়। কিন্তু এই ন্যায়-অন্যায়, শুভ-অশুভ নির্ণীত হবে কী ভাবে? একটি সনাতন ধর্মের নিরিখে। তাঁরা স্পষ্ট করে সে কথা বলেননি, কিন্তু যখন আন্তিগোনে বলেন সেই শাশ্বত ধর্মের কথা তখন তাঁদের বক্তব্যের অর্থ খুঁজে পাই। এই সব বিধি আজকের নয়, কালকের নয়।

পর্বতগুহায় বন্দিত্বের দণ্ড দিয়ে ক্রেওন আন্তিগোনেকে করেন 'নগরহীন'। বৃদ্ধেরা আন্তিগোনের বক্তব্যে বিচলিত হন, কিন্তু আন্তিগোনে নির্ভুল কিনা তাতে নিঃসন্দিগ্ধ নন। তাই তাঁরা ক্রেওনকেই সমর্থন করেন। যদিও তাঁরা সমস্ত ঘটনার মধ্যে একটা অস্বাভাবিকতার স্পর্শ দেখেন। আন্তিগোনে প্রহরীবেষ্টিতা দেখে প্রথম যে কথা তাঁরা উচ্চারণ করেছিলেন তা হল 'এ কী দৈবী অঘটন'-'দাইমোনিয়োন'। তাঁরা বলেছিলেন, 'হতভাগ্য পিতার হতভাগিনী কন্যা'-ব্যবহার করেছিলেন একটি শব্দ 'দুস্তনোস্' (হতভাগ্য)। এই শব্দই একদিন ব্যবহার করেছিলেন ইয়োকাস্তা তাঁর পুত্র-স্বামী ওইদিপৌসের উদ্দেশে।

কোরাস আন্তিগোনের আচরণে এমনই বিমূঢ় যে এর কোনো ব্যাখ্যা তাঁরা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তাই একবার তাঁদের মনে হয়েছে এ যেন বংশানুক্রমিক অভিশাপ। তাই একটি স্তাদিমোনের বিষয় হল

লাবদাকায় পরিবারের দুর্দশার কাহিনি। তাঁদের মনে হয়েছে আন্তিগোনে উন্মাদ। শুভ-অশুভবোধের বিপর্যয় ঘটে গেছে তার মনে। হাইমোনের প্রস্থানের পর দেখি ক্রেওনের মনের মধ্যেও একটা বিপর্যয়। সেই বিপর্যয়ে অবশ্য আন্তিগোনের প্রতি তার কঠোরতা বেড়েছে। হঠাৎ তাঁর দণ্ড বদলে ফেলেন। আন্তিগোনের মৃত্যু জনসাধারণের প্রস্তরাঘাতে হবে না, তার মৃত্যু হবে জীবন্ত সমাধিতে। তখন কোরাস অনুভব করেন প্রেমের প্রচণ্ড শক্তি, আর তাই প্রেমের দেবতার বন্দনা গান শুরু হয় অনিবার্যভাবে। এই প্রেমের শক্তি-যা রক্তবন্ধনের সঙ্গেও যুক্ত-তাই প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ায় রাষ্ট্রশক্তির। তারপর দেখা যায় কোরাস ধীরে ধীরে আন্তিগোনেকে পুরুষানুক্রমিক অভিশাপ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়।

শেষ স্তাদিমোনের পরিবর্তে সোফোক্লেস ঘোষণা করেছেন একটি 'ছপোরখেমা' বা নৃত্যসংগীত-সেই সংগীতে বৃদ্ধেরা আহ্বান করেছেন দিওনুসুসকে। প্রথম সংগীতেও তাঁরা আহ্বান করেছিলেন এই দেবতাকে থীবেসের বিজয় উৎসবে অধিষ্ঠান করতে। আবার সেই দেবতাকে আহ্বান, অপবিত্রতা থেকে নগরীকে মুক্ত করতে। মৃত্যুকে অসম্মান করার ফলে অপবিত্রতা, আন্তিগোনের জীবন্তসমাধি দেবার অপবিত্রতা। একই দেবতার উদ্দেশে এই যুগল প্রার্থনা, একবার বিজয় উৎসবের মুহূর্তে আর একবার যখন বৃদ্ধেরা বুঝেছেন ঐ বিজয় উৎসব ব্যর্থ, ঐ বিজয়ই মৃত্যুর সূচনা। তাই এই মৃত্যুত্রাণের প্রার্থনা। একপথে কোরাস উপলব্ধি করেছে দেবতাদের উদ্দেশ্য, ধর্মের নিয়ম, আরেক পথে সেই উপলব্ধি হয়েছে ক্রেওনের, আঘাতে আঘাতে, মৃত্যুতে মৃত্যুতে। মূলত কোরাসের মাধ্যমেই উপলব্ধ হয়েছে জীবনের নিস্ফলতা।

৬.৭ অধ্যায় সংক্ষেপ

সোফোক্লেস তাঁর 'আন্তিগোনে' নাটকের মধ্য দিয়ে এক প্রতিবাদী, ব্যক্তিত্বময়ী নারীর চরিত্র অঙ্কন করেছেন। দেশীয় রাজনীতির উর্দ্ধে যে মানবতাবোধ, পারিবারিক উত্তরাধিকার সর্বোপরি দেবতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ তা প্রায় সবকটিই আলোচ্য নাটকের নাম চরিত্রের মধ্য দিয়ে প্রচারে উন্মুখ। অপরদিকে ক্রেওন হল রাজশক্তির প্রতীভূ যার কাছে শাসনই মূল, আইনের বেড়াজালে সে বেঁধে ফেলতে চায় দেবতার নির্দেশ ও মানিবিক আত্মিকতাসমূহকে। 'আন্তিগোনে' নাটক পাঠ করে অনেকের মনে হতে পারে যে এখানে দুটি সমশক্তিমান মতের সংঘাত দেখা গেছে। ক্রেওন রাষ্ট্রের পক্ষে, নিয়মের পক্ষে, আইন ও শৃঙ্খলার পক্ষে, আর আন্তিগোনে মানবসমাজের অলিখিত নিয়ম ও মানবতার পক্ষে। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ করেছে, তাই রাষ্ট্রের প্রতিনিধি ক্রেওন তাকে দণ্ড দিয়েছে। রাষ্ট্রের নির্দেশ অমান্য করেছে আন্তিগোনে, তাই তার মৃত্যু। আবার ক্রেওন লঙ্ঘন করেছে চিরন্তন বিধি, তাই তার মৃত্যু। এই কথাটাই একসময়ে বলেছিলেন হেগেল। দুটি চরিত্র দুটি ভিন্ন মুখ থেকে নীতির সমর্থন খুঁজেছে। দুজনেই আংশিক ঠিক। দুজনেই আংশিক ভুল। নীতিকে তারা দেখেছে খণ্ডিত দৃষ্টিতে।

ক্রেওন আর আন্তিগোনেকে গড়া হয়েছে যেন সচেতনভাবেই পরস্পরের বিরোধী করে। এদের নামেও আছে তার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত। ক্রেওনের অর্থ শাসক; আন্তিগোনে অর্থ করা চলে বিদ্রোহিনী হিসাবে। চরিত্রের

মধ্যেও সেই দ্বন্দ্ব: একজন পুরুষ বিপরীতে আরেকজন নারী। ক্রেওন বারবার বলেছে সে নারীর কাছে নতি মানতে চায় না, মেয়েদের স্থান অন্তঃপুরে, রাষ্ট্রকর্মে নয়। ইসমেনেও একবার আন্তিগোনেকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, পুরুষের সঙ্গে যুদ্ধ নারীর কাজ নয়। ক্রেওন পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে যে পরিমাণ সচেতন, নারীর কর্মক্ষেত্রের সংকীর্ণতা সম্বন্ধেও সেই পরিমাণে নিশ্চিত। ক্রেওনের আনুগত্য রাষ্ট্র; আন্তিগোনের আনুগত্য পরিবার, রক্তবন্ধন। একজনের ভূমিকা শাসকের, পিতার, আরেকজনের ভূমিকা, শাসিতের, কন্যার এবং ভগ্নীর; একজনের কাছে বড় রাষ্ট্রের নিয়ম, আরেকজনের কাছে অলিখিত প্রথা; একজনের প্রধান অস্ত্র রাষ্ট্রশক্তি, নিয়ম, অন্যের আত্মবিশ্বাস, ধর্ম। ক্রেওন মনে করে আন্তিগোনে হঠকারী, উগ্র; আন্তিগোনে মনে করে ক্রেওন স্বেচ্ছাচারী, হিংস্র। তাই দুজনেরই পরিণতি দুঃখে।

৬.৮ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

- এই অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা সর্বপ্রথমে পাশ্চাত্যের ধ্রুপদী সংস্কৃতির ধারক গ্রীক সংস্কৃতির অর্ন্তভূক্ত সোফোক্লেসের নাট্য সত্তা ও গ্রীক নাট্য সমাজে 'আন্তিগোনে' নাটকের অবস্থান কতটা দৃঢ় সে সম্পর্কে জানতে পারলাম। এছাড়া—
- মানব সমাজ অনর্ভূক্ত কোন ব্যক্তিবিশেষই যে একেবারে ঠিক নয় তার প্রমাণ এ নাটকে বর্তমান।
- নারীর অধিকার যে চিরকাল রাষ্ট্রের কায়েমী শক্তি কেড়ে নিতে চায় তার প্রমাণ আন্তিগোনে স্বয়ং।
- মানব শাসন যে নিয়তি শাসনের বা দেবতার শাসনের উর্দ্ধে নয় তাকেও বাস্তবায়িত করা হয়।
- আত্মবিশ্বাস, অদম্য সাহস ও ব্যতিক্রমী চিন্তা যে পারে যে কোনো অন্যায় শাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে তাকেও এই নাটকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

৬.৯ অতিরিক্ত পঠন

- আনুই, জাঁ (১৯৪৬); আন্তিগোনে : এ ট্র্যাজেডি; অনুবাদ- লুই গালান্তিয়ের : র‍্যাণ্ডম হাউস
- গুহ, রণজিৎ (২০১৩); প্রেম না প্রতারণা; কলকাতা : দেজ পাবলিশিং
- দাশ, শিশিরকুমার (২০০২); গ্রীক নাটক সংগ্রহ; কলকাতা : দেজ পাবলিশিং
- দাশ, শিশিরকুমার (২০০৪); সোফোক্লেস-এর আন্তিগোনে; কলকাতা : প্রমা প্রকাশনী
- বন্দ্যোপাধ্যায়, অমৃতাভ (২০১১); পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাস; কলকাতা : সুহৃদ পাবলিকেশন
- মুখোপাধ্যায়, তরুণ (২০১৭); বাংলা নাটকে পশ্চিমের আলো; কলকাতা : এবং মুশায়েরা

৬.১০ অগ্রগতির নির্ধারক উত্তর-সংকেত

১। সোফোক্লেস একাধারে ধ্রুপদী গ্রিক সাহিত্যের প্রবাদপুরুষ একইসঙ্গে নাট্যকার এবং দার্শনিক। জন্মেছিলেন আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে এথেন্স নগরীর কাছে কলোনাস গ্রামে। প্রথম

দিকে তিনি মনোযোগী ছিলেন কবিতা, প্রবন্ধ এবং ধর্মসঙ্গীত রচনায়।..... এই ভাবে উত্তরটি সাজিয়ে তুলুন। (দ্রষ্টব্য ৬.৩ অংশ)

২। সোফোক্লিস প্রাচীন গ্রিসের অন্যতম মহান নাট্যকার। তিনি তাঁর দীর্ঘ জীবনে ১২৩টি নাটক রচনা করেছিলেন। সর্বাধিক পরিচিত নাটকগুলি ইদিপাস শ্রেণির নাটক নামে পরিচিত, কারণ এগুলি ইডিপাসের পৌরাণিক কাহিনি নিয়ে আলোচিত।.....এই ভাবে উত্তরটি সাজিয়ে তুলুন। (দ্রষ্টব্য ৬.৪ অংশ)

৩। আন্তিগোনে নাটকেৰ গল্পেৰ শুৰুতে আন্তিগোনে তাৰ বোন ইসমেনকে তাদেৰ ভাইকে কবৰ দেওয়াৰ পৰিকল্পনাৰ কথা জানান যদিও ক্রেওনেৰ আদেশ ছিল যে তাকে কবৰ দেওয়া হবে না। তাদেৰ দুই ভাই পলুনেইকেস্ এবং এতিয়ক্লেস যুদ্ধে মাৰা যান .....কিন্তু ক্রেওন একটি আদেশ জাৰি কৰেছিলেন যে এবং পলুনেইকেসকে থিবসেৰ প্রতি বিশ্বাসঘাতক হিসেবে কবৰ না দিয়ে ৰাখা হবে।..... এই ভাবে উত্তৰটি সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য ৬.৫ অংশ)

? ৬.১১ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১. নাট্যকার সোফোক্লেসের বিষয়ে বিশদে আলোচনা করুন।

২. গ্রীক ট্র্যাজেডিতে আন্তিগোনের স্থান নির্ণয় করুন।

৩. আন্তিগোনে নাটকের নাট্য-বিষয় সার্থকভাবে তুলে ধরুন।

৪. সোফোক্লেসের কোরাস ব্যবহারের অভিনবত্ব 'আন্তিগোনে' নাটক অনুসরণে বুঝিয়ে বলুন।

*** *** ***